www.banglainterne.com

SUNANU IBN MAZAH

: BANGLA :

ABU ABDULLAH MUHAMMAD
IBN YAZID IBN MAZAH AL-QAZBINY (RH)

PART : ILME HADIS

بسم الرحمن الرحيم

ইলমে হাদীস ঃ একটি পর্যালোচনা

আলহামদুলিল্লাহ ! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। লাখো-কোটি দরূদ ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবিগণের উপর।

'ইল্‌মে হাদীস মুসলিম মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ, ইসলামী শারী'আতের অপরিহার্য উৎস এবং ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি। আল-কুরআনুল কারীম যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূলনীতি পেশ করে, হাদীস সেখানে এ মূলনীতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা বলে দেয়। আল-কুরআন ইসলামের উজ্জ্বল প্রদীপ এবং হাদীস এর বিচ্ছুরিত আলো। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃৎপিণ্ড, আর হাদীস এই হৃৎপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী। তা জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত তাজা তপ্ত শোণিতধারা প্রবাহিত করে এর অংগ-প্রত্যংগকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় রাখে। হাদীস একদিকে যেমন আল্-কুরআন 'আযীমের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে তা পেশ করে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন চরিত, আদর্শ, কর্মনীতি এবং তাঁর কথা ও কাজ, হিদায়াত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। আর এজন্যই ইসলামী জীবন বিধানে কুরআনে-হাকীমের পরই হাদীসের স্থান।

মহান আল্লাহ্ জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর যে ওহী নাযিল করেন- তা দুই প্রকার। প্রথম প্রকারের ওহীকে 'ওহীয়ে মাত্‌লু' বলা হয়, যার নাম 'কিতাবুল্লাহ' বা 'আল-কুরআন'। এর ভাব ও ভাষা উভয়ই আল্লাহ্‌র, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তা অবিকল আল্লাহ্‌র ভাষায় প্রচার ও প্রকাশ করেছেন। আর দ্বিতীয় প্রকারের ওহীকে 'ওহীয়ে গায়ের-মাত্‌লু' বলা হয়, যার নাম 'সুন্নাহ' বা 'আল-হাদীস'। এর ভাব আল্লাহ্‌র, কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তা নিজের ভাষায়, নিজের কথায় এবং নিজের কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। প্রথম প্রকারের ওহী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর সরাসরি নাযিল হতো এবং তাঁর কাছে উপস্থিত লোকেরা তা উপলব্ধি করতে পারতো। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ওহী তাঁর উপর প্রচ্ছন্নভাবে নাযিল হতো এবং তা অন্যরা উপলব্ধি করতে পারতো না ।

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল-কুরআনের ধারক ও বাহক ; কারণ কুরআন মজীদ তাঁরই উপর নাযিল হয়। আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর কিতাবে মানব জাতিকে একটি আদর্শ অনুসরণের এবং অনেক বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তা বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিবরণ দান করেননি। তিনি এর ভার ন্যস্ত করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর। তিনি নিজের কথা, কাজ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে আল্-কুরআনের আদর্শ ও বিধান বাস্তবায়নের পন্থা ও নিয়ম-কানুন বলে দেন। কুরআনকে কেন্দ্র করে তিনি ইসলামের পূর্ণাঙ্গ

banglainternet.com

জীবনাদর্শ ও জীবন বিধান পেশ করেন। অন্যভাবে বলা যায় যে, কুরআন মজীদের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে পন্থা অবলম্বন করেন, তাই-ই হাদীস। হাদীসও যে ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত এবং তা শরী'আতের মূল-বিধান পেশ করে, তার প্রমাণ কুরআন ও হাদীসের বাণীর মধ্যেই নিহীত আছে। যেমন মহান আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (সা) সম্পর্কে বলেন ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ، اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى ·

'আর মুহাম্মদ (সা) নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না, যা কিছু বলেন-তা সবই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওহী।' —সূরা নাজম ঃ ৩-৪

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الاَقَاوِيْلَ – لاَ خَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ – ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ·

'আর যদি মুহাম্মদ (সা) নিজে রচনা করে কোন কথা আমার নামে চালিয়ে দিতেন। তবে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার কণ্ঠনালী কেটে ফেলতাম।' —সূরা আল্-হাক্কাহ ঃ ৪৪-৪৬

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

'একদা জিবরাঈল (আ) আমার হৃদয়ে এ কথা ফুঁকে দিলেন যে, নির্ধারিত পরিমাণ রিযিক পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার আগে কোন প্রাণী মরতে পারে না।' —বায়হাকী, শরহুস্ সুন্নাহ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইয়হি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন ঃ

'একদা আমার নিকট জিবরাঈল (আ) আসেন এবং আমার সাহাবীগণকে উচ্চস্বরে তাক্বীর ও তাহ্লীল বলতে আদেশ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেন।' —নাইলুল আওতার, ৫ খ, ৫৬

মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন ঃ

'তোমরা জেনে রাখ, আমাকে কুরআন দেওয়া হয়েছে এবং এর সাথে দেওয়া হয়েছে আরো একটা জিনিস।' —আবূ দাউদ, ইব্ন মাজাহ্ ও দারিমী

বস্তুত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু'আলায়হি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ও অনুকরণ করার জন্য মহান আল্লাহ্ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا –

'আর রাসূল তোমাদের যা কিছু দেন, তোমরা তা গ্রহণ কর ; আর তিনি তোমাদের যা করতে নিষেধ করেন, তোমরা তা থেকে বিরত থাক।' —সূরা হাশ্র ঃ ৭

banglainternet.com

প্রখ্যাত 'আলিম আল্লামা বদরুদ্দীন 'আইনী (র) হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন ঃ

'দুনিয়া ও আখিরাতের পরম কল্যাণ লাভই হচ্ছে হাদীস অধ্যয়ণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।'

আল্লামা কিরমানী (র) বলেছেন ঃ

'আল-কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম এবং তথ্য ও তত্ত্বসমৃদ্ধ সম্পদ হচ্ছে আল-হাদীস। কারণ এই জ্ঞানের সাহায্যেই আল্লাহ্‌র বাণী বা কালামুল্লাহর লক্ষ্য ও তাৎপর্য জানা যায় এবং তার হুকুম-আহকামের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায়।'

'ইলমে হাদীসের পরিচয়

হাদীস শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো কথাবার্তা। ইসলামের পরিভাষায় শরী'আতের আদেশ-নিষেধ ও পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামের বাণীসমূহ ও তাঁর কার্য-কলাপকে হাদীস বলে। কিন্তু অধিকাংশ হাদীসবিদের মতে মহানবী (সা)-এর বাণী, কর্ম ও সমর্থনকে হাদীস বলা হয়। অনুরূপভাবে সাহাবী এবং তাবিঈগণের কথা, কাজ ও সমর্থনকেও হাদীস বলা হয়ে থাকে।

হাদীসকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় ঃ কাওলী হাদীস, ফেলী হাদীস ও তাকরীরী হাদীস।

১. কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, তাকে 'কাওলী' হাদীস বলে।

২. মহানবী (সা)-এর কাজকর্ম, চরিত্র ও আচার-আচরণের ভেতর দিয়েই ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ও রীতিনীতি পরিস্ফুট হয়েছে। তাই যে হাদীসে তাঁর কোন কাজের বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে, তাকে 'ফেলী' হাদীস বলে।

৩. সাহাবীগণের যে সব কথা ও কাজ মহানবী (সা)-এর অনুমোদন ও সমর্থনপ্রাপ্ত হয়েছে এবং সে ধরনের কথা ও কাজের বিবরণ হতে শরী'আতের দৃষ্টিভংগীও জানা যায় ; তাকে 'তাক্‌রীরী' হাদীস বলে।

হাদীস, সুন্নাহ ও খবর

হাদীসের আভিধানিক অর্থ-কথাবার্তা; সুন্নাহ-এর অর্থ পদ্ধতি; আর খবরের অর্থ-সংবাদ। ইসলামী শরী'আতে হাদীস, সুন্নাহ্‌ ও খবর এ তিনটি শব্দের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই এ তিনটি শব্দদ্বারাই মহানবী (সা)-এর, সাহাবীগণের ও তাবিঈগণের কথা, কাজ ও মৌন সমর্থন বুঝায়। তবে কোন কোন মুহাদ্দিস হাদীস ও সুন্নাহ শব্দদ্বয়ের ব্যবহারিক অর্থেও পার্থক্য আছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে হাদীস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত সব ধরনের বর্ণনাই হাদীস, চাই তা বর্ণনাকারীর সংখ্যা একজন হোক বা একাধিক বা অগণিত হোক। পক্ষান্তরে অগণিত বর্ণনাকারীর রেওয়ায়াতই সুন্নাহ নামে অভিহিত। হাদীসকে আরবী ভাষায় 'খবর'-ও বলা হয়। তবে 'খবর' শব্দটি দ্বারা যুগপৎভাবে 'হাদীস' ও 'ইতিহাস' উভয়টিকেই বুঝায়।

'আসার' শব্দটিও কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর হাদীসকে নির্দেশ করে, তবে অনেকেই হাদীস ও আসার-এর মাঝে পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে সাহাবীদের থেকে শরী'আত সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তাকে 'আসার' বলে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, শরী'আত সম্পর্কে সাহাবীদের নিজস্ব কোন বিধান দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। কাজেই এ ব্যাপারে তাঁদের বর্ণনাসমূহ মূলতঃ রাসূলুল্লাহ

banglainternet.com

সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামেরই বর্ণনা। কিন্তু কোন কারণে তাঁরা শুরুতে মহানবী (সা)-এর নাম উল্লেখ করেননি। উসূলে হাদীসের পরিভাষায় এসব 'আসার'-কে 'মাওকূফ হাদীস বলা হয়।

হাদীস শাস্ত্রের কতিপয় পরিভাষা

সাহাবী ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন ; অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন-এরূপ ব্যক্তিকে 'সাহাবী' বলা হয়।

তাবি'ঈ ঃ যিনি কোন সাহাবীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা তাঁকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসেবে ইন্তিকাল করেছেন, তাঁকে 'তাবি'ঈ বলে।

তাবে'-তাবি'ঈ ঃ যিনি কোন তাবি'ঈর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন, তাঁকে 'তাবে'-তাবি'ঈ' বলা হয়।

মুহাদ্দিস ঃ যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন, তাঁকে 'মুহাদ্দিস' বলা হয়।

শায়খ ঃ হাদীসের শিক্ষাদাতা রাবীকে 'শায়খ' বলা হয়।

শায়খায়ন ঃ সাহাবীদের মধ্যে আবূ বকর সিদ্দীক ও 'উমর (রা)-কে একত্রে 'শায়খায়ন' বলা হয়। কিন্তু হাদীস শাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রহ)-কে এবং ফিকহের পরিভাষায় ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়।

হাফিজ, হুজ্জাত ও হাকিম

হাফিজ ঃ সাহাবী ও তাবি'ঈনের যুগের পর যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ এক লাখ হাদীস আয়ত্ত করেছেন, তাঁকে 'হাফিজ' বা 'হাফিজে হাদীস' বলা হয়।

হুজ্জাত ঃ একইভাবে যিনি তিন লক্ষ হাদীস আয়ত্ত করেছেন, তাঁকে 'হুজ্জাত' বলা হয়।

হাকিম ঃ আর যিনি সমস্ত হাদীস আয়ত্ত করেছেন, তাঁকে 'হাকিম' বলা হয়।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, এ পর্যন্ত দুনিয়াতে কত 'হাফিজে-হাদীস জন্মগ্রহণ করেছেন, তার সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। হাফিজ যাহ্বী (মৃ. ৭৪৮ হি.) তাঁর 'তাযকিরাতুল -হুফ্ফাজ' নামক গ্রন্থ এগারশতেরও অধিক 'হাফিজে হাদীসের জীবনী লিখেছেন। হুজ্জাতগণের সংখ্যাও অনেক। তাঁর কিতাবে বহু হুজ্জাতের জীবনী রয়েছে। হাকিমদের সংখ্যাও কম নয় । হাদীসের হিফাজতের জন্য এ মনীষীদের সৃষ্টি মুসলিম জাতির প্রতি সত্যেই আল্লাহ্র এক বিরাট দান। আল্হামদুলিল্লাহ।

রিজাল ঃ হাদীসের বর্ণনাকারীদেরকে 'রিজাল' বলে ; আর যে শাস্ত্রে রাবীদের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে, তাকে 'আস্মাউর-রিজাল' বলে।

রিওয়ায়াত ঃ হাদীস বা আসার বর্ণনা করাকে 'রিওয়ায়াত' বলে আর যিনি বর্ণনা করেন, তাঁকে রাবী বলা হয়। কোন কোন সময় মূল হাদীসকেও 'রিওয়ায়াত' বলা হয়। যেমন বলা হয় ঃ এ সম্পর্কেও 'রিওয়ায়াত' আছে।

banglainternet.com

সনদ ঃ হাদীসের মূল কথা যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌছেছে, তাকে 'সনদ' বলে। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক উল্লেখ থাকে।

মতন ঃ হাদীসের মূল ভাষ্য ও তার শব্দসমষ্টিকে 'মতন' বলা হয়।

মূল হিসাবে হাদীসের শ্রেণী বিভাগ

মূল হিসাবে হাদীস তিনভাগে বিভক্ত ঃ ১. 'মারফূ', ২. মাওকূফ এবং ৩. মাকতূ'।

১. মারফূ' ঃ যে হাদীসের সনদ বা বর্ণনাকারীদের সূত্র মহানবী (সা) পর্যন্ত পৌছেছে এবং মাঝ থেকে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি, তাকে 'মারফূ' হাদীস বলে।

২. মাওকূফ ঃ যে হাদীসের সনদ কোন সাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে, তাকে 'মাওকূফ' হাদীস বলে।

৩. মাকতূ' ঃ আর যে হাদীসের সনদ কোন তাবি'ঈ পর্যন্ত পৌছেছে অর্থাৎ যা স্বয়ং তাবি'ঈর হাদীস বলে সাব্যস্ত হয়েছে, তাকে 'মাকতূ' হাদীস বলে।

স্মর্তব্য যে, অনেকে 'মাওকূফ' ও 'মাকতূ''কে হাদীস না বলে 'আসার' বলে থাকেন। আবার কখনো কখনো 'আসার' অর্থে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসকেও বুঝায়। তবে মাকতূ' হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

সনদ হিসেবে হাদীসের শ্রেণী বিভাগ

সনদ হিসেবে হাদীস দুই প্রকার ঃ ১. মুত্তাসিল, ২. মুন্‌কাতি'।

১. মুত্তাসিল ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের সূত্রের মধ্যে কোন স্তরে কোন বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়েনি, তাকে 'হাদীসে মুত্তাসিল বলা হয়। আর এ বাদ না পড়াকে বলা হয় 'ইত্তিসাল'।

২. মুন্‌কাতি' ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের সূত্রের মধ্যে এক বা একাধিক বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে 'মুন্‌কাতি'' হাদীস বলে। আর এ বাদ পড়াকে বলা হয় ইনকিতা'।

এ ধরনের হাদীস প্রধানত দুই প্রকার ঃ মুরসাল ও মু'আল্লাক।

মুরসাল ঃ যে হাদীসের সনদের ইনকিতা' শেষের দিকে হয়েছে, অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিঈ' সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর উল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাকে 'মুরসাল হাদীস' বলে। ইমামগণের মধ্যে কেবল ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক (র) একে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করেছেন।

মু'আল্লাক ঃ যে হাদীসের সনদের ইনকিতা' প্রথমদিকে হয়েছে অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে 'মু'আল্লাক-হাদীস' বলা হয়।

তা'লীক ঃ কোন কোন সংকলক কোন হাদীসের পূর্ণ সনদ বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীসটিই বর্ণনা করছেন। এরূপ করাকে 'তা'লীক' বলে। কখনো কখনো তা'লিকরূপে বর্ণিত হাদীসকেও 'তা'লীক বলে। ইমাম বুখারী (র)-এর কিতাবে এরূপ বহু 'তা'লীক' রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে যে, ইমাম বুখারী (র) বর্ণিত সমস্ত তা'লীক হাদীসেরই মুত্তাসিল সনদ রয়েছে।

মুদাল্লাস ঃ যে হাদীসের রাবী নিজের শায়খের নাম উল্লেখ্য না করে তাঁর উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শায়খের নিকট তা শুনেছেন ;

banglainternet.com

অথচ তিনি নিজে তাঁর নিকট সে হাদীস শুনেননি, বরং তাঁর প্রকৃত উস্তাদই উহা তাঁর নিকট থেকে শুনছেন। এরূপ হাদীসকে 'মুদাল্লাস' বলে এবং এরূপ করাকে 'তাদলীস' বলা হয়। আর যিনি এরূপ করেন, তাঁকে 'মুদাল্লিস' বলে। মুদাল্লিসের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, যে পর্যন্ত না একথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তিনি একমাত্র সিকাহ্ রাবী থেকে তাদলীস করেন অথবা তিনি তা আপন শায়খের কাছ থেকে শুনেছেন বলে স্পষ্টভাবে বলেন।

মুয্‌তারাব ঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের মতন বা সনদকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকার গোলমাল করে বর্ণনা করেছেন, সে হাদীসকে 'হাদীসে-মুয্‌তারাব' বলে। যে পর্যন্ত না এর কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত এ সম্পর্কে তাওয়াক্কুফ বা অপেক্ষা করতে হবে। অর্থাৎ এ হাদীসকে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করা যাবে না।

মুদরায ঃ যে হাদীসের মধ্যে রাবী নিজে অথবা অপরের বাক্যকে প্রক্ষেপ করেছেন, সে হাদীসকে 'মুদ্‌রায বলে এবং এরূপ করাকে 'ইদরায' বলা হয়। ইদরায হারাম। অবশ্য যদি এরদ্বারা কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশ এবং একে মুদরায বলে সহজে বুঝা যায়, তবে তা দূষণীয় নয়।

মুতাবি' ও শাহিদ ঃ এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর কোন রাবীর হাদীস পাওয়া যায়, তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসটিকে প্রথম রাবীর হাদীসটির 'মুতাবি' বলে। যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী-অর্থাৎ সাহাবী একই ব্যক্তি হন আর এরূপ হওয়াকে মুতাবা'আত বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীসটিকে 'শাহিদ' বলে। আর এরূপ হওয়াকে 'শাহাদাত' বলে। মুতাবা'আত ও শাহাদাত দ্বারা প্রথম হাদীসটির শক্তি বা প্রামাণ্যতা বৃদ্ধি পায়।

মারূফ ও মুনকার ঃ কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল রাবীর হাদীসকে 'মা'রূফ' বলে এবং অপর রাবীর হাদীসটিকে 'মুনকার'। মুনকার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

সহীহ ঃ যে মুত্তাসিল হাদীসের সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ 'আদালত ও জাব্‌ত গুণসম্পন্ন এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষত্রুটিমুক্ত, তাকে 'সহীহ হাদীস' বলে।

হাসান ঃ যে হাদীসের কোন রাবীর জাব্‌তগুণের পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে, তাকে 'হাসান-হাদীস' বলে। ফিকহ্‌বিদগণ সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ণ করেন।

য'ঈফ ঃ যে হাদীসের রাবী কোন হাসান হাদীসের গুণসম্পন্ন নন, তাঁকে 'য'ঈফ হাদীস' বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীসটিকে দুর্বল বলা হয়, অন্যথায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোন কথাই য'ঈফ নয়। য'ঈফ হাদীসের দুর্বলতা কম ও বেশি হতে পারে। দুর্বলতা কম হলে তা হাসানের নিকটবর্তী থাকে। আর তা বেশি হতে হতে মাউযূ'তে পরিণত হতে পারে। প্রথম পর্যায়ের য'ঈফ হাদীস আমলের ফযীলত বা আইনের উপকারিতার বর্ণনায় ব্যবহার করা যেতে পারে, আইন প্রণয়ণে নয়।

মাওযূ' ঃ যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদীসটিকে 'মাওযূ'-হাদীস' বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

মাত্‌রূক ঃ যে হাদীসের রাবী কেবল হাদীসের ক্ষেত্রে নয়, বরং সাধারণ কাজকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তার বর্ণিত হাদীসকে 'মাতরূক-হাদীস' বলে। এরূপ ব্যক্তির হাদীসও পরিত্যাজ্য।

banglainternet.com

মুব্‌হাম ঃ যে হাদীসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি—যার ভিত্তিতে তার দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে, এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে 'মুব্‌হাম-হাদীস' বলে। এই ব্যক্তি সাহাবী না হলে তার হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুতাওয়াতির ঃ যে সহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে এত অধিক সংখ্যক লোক বর্ণনা করেছেন, যাঁদের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব, তাকে 'মুতাওয়াতির-হাদীস' বলে এই ধরনের হাদীস দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয়।

খব্‌রে ওয়াহিদ ঃ প্রত্যেক যুগে এক, দুই বা তিনজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে 'খব্‌রে-ওয়াহিদ' বা 'আখবারুল-আহাদ' বলে। এই হাদীস তিন প্রকার ঃ

মাশহুর ঃ যে সহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে অন্ততপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে 'মাশহুর-হাদীস' বলে।

'আযীয ঃ যে সহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে মাত্র একজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে 'আযীয' বলে।

গরীব ঃ যে সহীহ হাদীস কোন যুগে মাত্র একজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে 'গরীব' বলে।

হাদীসে কুদসী ঃ এ ধরনের হাদীসের মূল কথা সরাসরি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কিত। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে ইল্‌হাম কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা জিব্‌রাঈল (আ)-এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছেন। হাদীসে কুদসীকে 'হাদীসে ইলাহী' বা 'হাদীসে রব্বানী'-ও বলা হয়।

মুত্তাফিক 'আলায়হে ঃ যে হাদীস একই সাহাবী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) গ্রহণ করেছেন, তাকে 'মুত্তাফিক আলায়হে হাদীস' বলে।

'আদালত ঃ যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাক্‌ওয়া ও শিষ্টাচার অবলম্বন এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে, তাকে 'আদালত' বলে। এখানে তাকওয়া বলতে অশোভনীয় কাজ ও আচরণ থেকে বিরত থাকা উদ্দেশ্য, যেমন হাট-বাজারে বা প্রকাশ্যে পানাহার করা বা রাস্তা-ঘাটে পেশাব-পায়খানা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকাও বুঝায়। এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে 'আদিল' বলে।

জাব্‌ত ঃ যে স্মৃতিশক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি ও বিনাশ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা স্মরণ করতে পারে, তাকে 'জাব্‌ত' বলে।

সিকাহ ঃ যে রাবীর মধ্যে 'আদালত' ও 'জাব্‌ত' উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে, তাকে 'সিকাহ', 'সাবিত' বা 'সাবাত' বলে।

হাদীস গ্রন্থসমূহের শ্রেণীবিভাগ

হাদীস গ্রন্থ প্রণয়ণের বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতি রয়েছে। এ সব গ্রন্থের নামও বিভিন্ন ধরনের। নিম্নে এর কতিপয় প্রসিদ্ধ পদ্ধতির নাম উল্লেখ করা হলো ঃ

banglainternet.com

১. **আল-জামি' ঃ** যে হাদীস গ্রন্থে 'আকীদা-বিশ্বাস, আহ্‌কাম তথা-শরী'আতের আদেশ-নিষেধ, আখলাক ও শিষ্টাচার, দয়া-সহানুভূতি, পানাহারের শিষ্টাচার, সফর ও কোন স্থানে অবস্থান, কুরআনের

তাফসীর, ইতিহাস, যুদ্ধ ও সন্ধি, শত্রুদের মুকবিলায় মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ, বিশৃংখলা-বিপর্যয়, প্রশংসা ও মর্যাদার বর্ণনা ইত্যাদি সকল প্রকারের হাদীস বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়, তাকে 'আল্-জামি'' বলা হয়। সহীহ বুখারী ও জামি' তিরমিযী এর অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমে যেহেতু তাফসীর ও কিরআত সংক্রান্ত হাদীস খুবই কম, তাই কোন কোন মুহাদ্দিসের মতে তা জামি' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. আস্-সুনান ঃ যে সব হাদীস গ্রন্থে কেবলমাত্র শরী'আতের হুকুম-আহকাম ও ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-নীতি ও আদেশ-নিষেধমূলক হাদীস একত্রিত করা হয় এবং ফিকহ্ গ্রন্থের ন্যায় বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে সজ্জিত করা হয়, তাকে 'সুনান' বলে। যেমন-সুনানু আবূ দাউদ, সুনানু নাসাঈ, সুনানু ইবন মাজাহ্ ইত্যাদি। তিরমিযী শরীফও এই হিসাবে সুনান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৩. আল-মুসনাদ ঃ যে সব হাদীস গ্রন্থে সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পরপর সংকলিত হয়, ফিকহের পদ্ধতিতে সংকলিত হয় না, তাকে 'আল-মুস্নাদ' বা 'আল্-মাসনীদ' বলে। যেমন হযরত 'আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত সমস্ত হাদীস তাঁর নামের শিরোনামের অধীনে একত্রিত করা হয়। ইমাম আহমদ (র)-এর আল্-মুসনাদ গ্রন্থ, মুস্নাদে আবূ দাউদ তায়ালিসী ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

৪. আল্-মু'জাম ঃ যে হাদীস গ্রন্থে মুস্নাদ গ্রন্থের পদ্ধতিতে এক-একজন উস্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদীসসমূহ পর্যায়ক্রমে একত্রে সন্নিবেশ করা হয়, তাকে 'আল-মু'জাম' বলে।

৫. আল্-মুস্তাদ্রাক ঃ যে সব হাদীস বিশেষ কোন হাদীস গ্রন্থে শামিল করা হয়নি, অথচ তা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ হয়, সেই সব হাদীস যে গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হয়, তাকে 'আল্-মুস্তাদ্রাক' বলে। যেমন-ইমাম হাকিম নিশাপুরীর 'আল্-মুসতাদরাক' গ্রন্থ।

৬. রিসালা ঃ যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের হাদীসসমূহ একত্র করা হয়েছে, তাকে 'রিসালা' বা জুয' বলে।

সিহাহ্ সিত্তাহ্

বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ্-এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে 'সিহাহ-সিত্তাহ্' বলা হয়। কিন্তু কতিপয় বিশিষ্ট 'আলিম' ইব্নু মাজাহ্র' পরিবর্তে ইমাম মালিক (র)-এর মুয়াত্তাকে, আবার কেউ কেউ 'সুনানু-দারিমীকে সিহাহ্ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সহীহায়ন ঃ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে একত্রে সহীহায়ন বলা হয়।

সুনানে আরবা'আ ঃ সিহাহ সিত্তার অপর চারটি গ্রন্থ—আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ্কে একত্রে 'সুনানে আরবা'আ' বলে।

হাদীসের কিতাবসমূহের স্তরবিন্যাস

হাদীসের কিতাবসমূহকে মোটামুটিভাবে পাঁচটি স্তর বা তবকায় ভাগ করা হয়। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র)-ও তাঁর সুপ্রসিদ্ধ কিতাব 'হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগাহ্' নামক কিতাবে এরূপ পাঁচ স্তরে বিন্যস্ত করেছেন।

banglainternet.com

প্রথম স্তর ঃ এ স্তরের কিতাবসমূহে কেবল সহীহ্ হাদীসই রয়েছে। এ স্তরের কিতাব মাত্র তিনটি ঃ মুয়াত্তা ইমাম মালিক, বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ। সকল হাদীস বিশেষজ্ঞ এ ব্যাপারে একমত যে, এ তিনটি কিতাবের সমস্ত হাদীসই নিশ্চিতরূপে সহীহ।

দ্বিতীয় স্তর ঃ এ স্তরের কিতাবসমূহ প্রথম স্তরের খুব কাছাকাছি। এ স্তরের কিতাবে সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসই রয়েছে, য'ঈফ হাদীস এতে খুবই কম। সুনানু নাসাঈ, সুনানু আবূ দাউদ, ও জামি' তিরমিযী-এ স্তরেরই কিতাব। সুনানু দারিমী, সুনানু ইব্ন মাজাহ্ এবং শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর মতে মুসনাদ ইমাম আহমদও এ স্তরের মধ্যে শামিল। এই দুই স্তরের কিতাবের উপরই সকল মাযহাবের ফকীহগণ নির্ভর করে থাকেন।

তৃতীয় স্তর ঃ এ স্তরের কিতাবে সহীহ, হাসান, য'ঈফ, মারূফ ও মুনকার সব রকমের হাদীসই রয়েছে। মুসনাদে আবূ ইয়া'লা, মুসনাদে আবদুর রায্যাক এবং ইমাম বায়হাকী, ইমাম তাহাবী ও ইমাম তাবারানী (র)-এর কিতাবসমূহ এ স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ স্তর ঃ হাদীস বিশারদদের বাছাই ব্যতীত এ সকল কিতাবের হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে না। এ স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণত য'ঈফ ও গ্রহণের অযোগ্য হাদীসই রয়েছে। ইব্ন হিব্বানের কিতাবুদ-দু'আফা, ইব্নুল আসীরের আল্-কামিল, খাতীব আল্-বাগদাদী ও আবূ নু'আয়ম-এর কিতাবসমূহ এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চম স্তর ঃ উপরে বর্ণিত স্তরে যে সব কিতাবের স্থান নেই, সে সকল কিতাবই এই স্তরের কিতাব।

সহীহায়নের বাইরেও সহীহ হাদীস রয়েছে

বুখারী ও মুসলিম শরীফ সহীহ হাদীসের কিতাব। কিন্তু সমস্ত সহীহ হাদীসই যে বুখারী ও মুসলিম শরীফে রয়েছে, তা নয়। ইমাম বুখারী (র) বলেন ঃ 'আমি আমার এ কিতাবে সহীহ ব্যতীত কোন হাদীস সংকলন করিনি, আর বহু সহীহ হাদীস আমি বাদও দিয়েছি।'

এইরূপ ইমাম মুসলিম (র)-ও বলেন ঃ 'আমি একথা বলি না যে, এর বাইরে যে সব হাদীস রয়েছে, সেগুলো সবই য'ঈফ।'

সুতরাং এই দুই কিতাবের বাইরেও সহীহ হাদীস ও সহীহ কিতাব রয়েছে। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (র)-এর মতে সিহাহ্ সিত্তা, মুয়াত্তা ইমাম মালিক ও সুনান দারিমী ব্যতীত নিম্নোক্ত কিতাবসমূহও সহীহ ; যদিও তা বুখারী ও মুসলিম শরীফের সমপর্যায়ের নয় ঃ

১. সহীহ্ ইব্ন খুযায়মা—আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (৩১১ হি.)।

২. সহীহ্ ইবন হিব্বান—আবূ হাতিম মুহাম্মদ ইবন হিব্বান (৩৫৪ হি.)।

৩. আল্ মুস্তাদরাক—হাকিম আবূ 'আবদুল্লাহ নিশাপুরী (৪০২ হি.)।

৪. আল্-মুখতারা—যিয়াউদ্দিন আল্-মাকদিসী (৭০৪ হি.)।

৫. সহীহ্ আবূ আওয়ানা—ইয়া'কূব ইবন ইসহাক (৩১১ হি.)।

৬. আল্ মুনকাতা'—ইব্ন জারূদ আবদুল্লাহ ইবন 'আলী।

banglainternet.com

এছাড়া মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ রাজা সিন্ধী (২৮৬ হি.) এবং ইব্‌ন হায্‌ম যাহিরীর (৪৫৬ হি.)-ও একটি একটি সহীহ্ কিতাব রয়েছে বলে কোন কোন কিতাবে উল্লেখ আছে। কিন্তু পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ এগুলোকে সহীহ বলে গ্রহণ করেছেন কিনা, কিংবা কোথাও এগুলোর পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান আছে কিনা, তা জানা যায়নি।

হাদীসের সংখ্যা

হাদীসের মূল কিতাবসূহের মধ্যে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)-এর 'মুসনাদ' গ্রন্থটি একটি সুবৃহৎ কিতাব। এতে সাতশত সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত পুনরুল্লেখ বা তাকরারসহ মোট চল্লিশ হাজার এবং তাক্‌রার ছাড়া ত্রিশ হাযার হাদীস রয়েছে। শায়খ 'আলী মুত্তাকী জৌনপুরীর 'মুনতাখাব কান্‌যিল-উম্মাল' গ্রন্থে ত্রিশ হাযার এবং মূল 'কানযুল-উম্মাল' গ্রন্থে তাক্‌রার ছাড়া মোট বত্রিশ হাযার হাদীস রয়েছে। আর এই কিতাব বহু মূল কিতাবের সমষ্টি। একমাত্র হাসান আহমদ সমরকন্দীর 'বাহ্‌রুল-আসানীদ' কিতাবেই এক লাখ হাদীস রয়েছে বলে বর্ণিত আছে। মোট হাদীসের সংখ্যা সাহাবা ও তাবি'ঈনের আসারসহ সর্বমোট এক লাখের অধিক নয় বলে মনে হয়। এর মধ্যে সহীহ হাদীসের সংখ্যা আরো কম। হাকিম আবূ আবদুল্লাহ নিশাপুরীর মতে প্রথম শ্রেণীর সহীহ হাদীসের সংখ্যা দশ হাযারেরও কম। সিহাহ্ সিত্তায় মাত্র পৌনে ছয় হাযার হাদীস রয়েছে। এর মধ্যে ২৩২৬ টি হাদীস মুত্তাফিক-'আলায়হি। তবে যে বলা হয়ে থাকে, হাদীসের সুপ্রসিদ্ধ ইমামগণের লাখ লাখ হাদীস জানা ছিল—তার অর্থ এই যে, অধিকাংশ হাদীসের একাধিক সনদ-সূত্র রয়েছে। এমন কি কেবল নিয়ত সম্পর্কীয় হাদীস اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ এরই সাতশতের মত সনদ রয়েছে। (তাদবীন ঃ পৃ. ৫৪)। আর মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের ২/৩ টি সনদ রয়েছে, তাঁরা সেটিকে তত সংখ্যক হাদীস বলে গণ্য করেছেন। ফলে হাদীসের সংখ্যা লাখ লাখ হয়ে গেছে (আল্লাহ্ তা'আলা সমধিক অবহিত)।

হাদীসের চর্চা ও তার প্রচার

সাহাবায়ে কিরাম (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তাঁর প্রতিটি কাজ ও আচরণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অবলোকন করতেন। মহানবী (সা) সাহাবীগণকে ইসলামের আদর্শ ও এর যাবতীয় নির্দেশ যেমন মেনে চলার হুকুম দিতেন, তেমনি তা স্মরণ রাখতে এবং অন্যদের কাছে পৌছে দিতে নির্দেশ দিতেন। যাঁরা হাদীসের চর্চা করতেন, তিনি তাঁদের জন্য এরূপ দু'আ করতেন ঃ

"আল্লাহ্ সেই ব্যক্তিকে সজীব ও নূরান্বিত করুন- যে আমার কথা শুনে তা মনে রাখে, তার পূর্ণ হিফাজত করে এবং অন্য লোকের কাছে পৌছে দেয়, যে তা শুনতে পায়নি।"

—তিরমিযী ঃ ২ খ, ৯০

মহানবী (সা) আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে বলেন ঃ

"তোমরা এই কথাগুলো পুরোপুরি স্মরণে রাখবে এবং যারা তোমাদের পেছনে রয়েছে, তাদের কাছে পৌছে দেবে।" —বুখারী

তিনি সাহাবীগণকে সম্বোধন করে আরো বলেছেন ঃ

"আজ তোমরা আমার নিকট দীনের কথা শুনছো, তোমাদের নিকট থেকেও তা শোনা হবে।"

—মুস্‌তাদ্‌রাকে হাকিম, ১ খ, ৯৫

banglainternet.com

মহানবী (সা) আরো বলেন ঃ

"আমার পরে লোকেরা তোমাদের কাছে হাদীস শুনতে চাবে। তারা এই উদ্দেশ্যে তোমাদের কাছে আসলে তোমরা তাদের প্রতি সদয় হবে এবং তাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করবে।"

—মুসনাদে আহমদ

তিনি আরো বলেছেন ঃ

"আমার নিকট থেকে একটি বাক্য হলেও তা অন্যের কাছে পৌছে দেবে।" —বুখারী

৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর এবং ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

"তোমাদের উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিত লোকদের কাছে আমার এ কথাগুলো পৌছে দেয়।"

—বুখারী

আল-হাদীস সংরক্ষণ

মহানবী (সা)-এর উপরিউক্ত বাণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সাহাবীগণ হাদীস সংরক্ষণে তৎপর হন। প্রধানত তিনটি উপায়ে মহানবী (সা)-এর হাদীস সংরক্ষিত হয় ঃ

১. উম্মতের নিয়মিত আমল,

২. মহানবী (সা)-এর লিখিত ফরমান, সাহাবীদের নিকট লিখিত আকারে সংরক্ষিত হাদীস ও পুস্তিকা এবং

৩. হাদীস মুখস্থ করে স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখা এবং পরে তা বর্ণনার মাধ্যমে অন্য লোকদের কাছে পৌছানো। আর হাদীস মুখস্ত করা তাঁদের কাছে কোন কঠিন ব্যাপার ছিল না। কেননা আরববাসিগণ স্বভাবগতভাবেই অত্যন্ত প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিল। তারা অনায়াসে তাদের বংশের গৌরব বর্ণনায় সুদীর্ঘ কবিতা ও নসবনামা মুখস্ত করে রাখতো। সুতরাং এরূপ প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন জাতির কাছে তাঁদের প্রাণপ্রিয় নবী (সা)-এর হাদীসসমূহ মুখস্ত করে রাখা আদৌ কঠিন ব্যাপার ছিল না; বরং তাঁরা এ কাজকে অত্যন্ত সওয়াবের কাজ বলে মনে করতেন। যেমন 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন ঃ

"আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস মুখস্ত করতাম; আর এভাবেই তাঁর নিকট থেকে হাদীস মুখস্ত করা হতো।" —সহীহ মুসলিম, ভূমিকা; পৃ. ১০

সাহাবীগণের আমল, পারস্পরিক পর্যালোচনা ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষিত হয়। মহানবী (সা) যে নির্দেশই দিতেন, সাহাবিগণ সাথে সাথে তা কাজে পরিণত করতেন। তাঁরা মসজিদ বা কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হতেন এবং হাদীস আলোচনা করতেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন ঃ

"আমরা নবী করীম (সা)-এর নিকট হাদীস শুনতাম। আর তিনি যখন মজলিস থেকে উঠে চলে যেতেন, তখন আমরা শ্রুত হাদীসগুলো পরস্পর পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা করতাম। আমাদের

banglainternet.com

এক-একজন করে সব কটি হাদীস মুখস্ত শুনিয়ে দিত। এ ধরনের বৈঠকে প্রায়ই ষাট-সত্তরজন লোক উপস্থিত থাকতো। আর সে মজলিস থেকে যখন আমরা উঠে যেতাম, তখন আমাদের প্রত্যেকেরই সে হাদীস মুখস্ত হয়ে যেত।" —আল মাজমাউয-যাওয়াইদ, ১ খ, ১৬১

মহানবী (সা)-এর মসজিদ তথা মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে তাঁর জীবদ্দশায় যে শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল, সেখানে একদল বিশিষ্ট সাহাবী, যাঁদেরকে 'আহলুস্-সুফ্ফা' বলা হয়, সব সময় কুরআন ও হাদীস শিক্ষায় রত থাকতেন। এঁরা নিজেদের জীবনের সকল আরাম-আয়েস বিসর্জন দিয়ে সব সময় নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত থাকতেন। সাংসারিক ও অন্যান্য কাজে ব্যাস্ত ব্যক্তিগণ মহানবী (সা)-এর দরবারে সব সময় উপস্থিত থাকতে না পারায় তাঁরা যখনই সময় পেতেন, তখনই নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন সময় সংঘটিত ব্যাপারসমূহ অবগত হতেন এবং তা মুখস্ত করে নিতেন। আবার অনেকেই এ কাজের জন্য পালা ঠিক করে নিতেন। এই মর্মে বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, 'উমর (রা) বলেন ঃ

"আমি ও আমার এক আনসার প্রতিবেশী মদীনার আওয়ালী এলাকায় বাস করতাম। আমরা নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত থাকার জন্য পালা ঠিক করে নিই। একদিন তিনি উপস্থিত থাকতেন, আর একদিন আমি উপস্থিত থাকতাম। যেদিন আমি উপস্থিত থাকতাম, সেদিন ওহী ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আমি তাঁকে অবহিত করতাম। আর যেদিন তিনি উপস্থিত থাকতেন, সেদিন তিনিও এরূপ করতেন।" —বুখারী

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যাপারে গৃহাভ্যন্তরে যা কিছু বলতেন, তা তাঁর বিবিগণ মনোযোগের সাথে শুনতেন এবং তা মুখস্ত করে নিতেন। তাঁরা তা অন্যান্য সাহাবীগণের নিকট ব্যক্ত করলে তাঁরা তা আগ্রহের সাথে শুনে মুখস্ত করে নিতেন।

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম (সা) কোন কথা বললে, তিনি তা তিনবার উল্লেখ করতেন, যাতে তা মুখস্ত করার ব্যাপারে সাহাবীদের কোন অসুবিধা না হয়। —বুখারী

সাহাবিগণও মহানবী (সা)-এর হাদীস শোনার পর তা বরাবর আলোচনা করে মুখস্ত করে নিতেন। এমনকি উপস্থিত সাহাবিগণ তা অনুপস্থিত সাহাবীদের কাছে পৌছে দিতেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর প্রতিটি হাদীসই প্রায় সকল সাহাবী অবগত হয়ে মুখস্ত করে নিতেন। নবী করীম (সা)-এর হাদীসের প্রতি সাহাবীদের পরম আগ্রহের উৎস ছিল উবায়দা ইবন সামিত (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস ঃ

"মহান আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার কথা শুনে তা মুখস্ত করেছে এবং উত্তমরূপে অনুধাবন করে তা অন্যের কাছে পৌছে দিয়েছে।"

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইনতিকালের পর সাহাবিগণ অত্যন্ত যত্নের সাথে হাদীসসমূহ মুখস্ত ও সংরক্ষণ করে রাখেন। ইসলামের ব্যাপক সম্প্রসারণের পর নব-দীক্ষিত মুসলমানদেরকে ইসলামী শরী'আতের বিধি-বিধান শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সাহাবিগণ মুসলিম বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার কারণে হাদীসের জ্ঞান-ভান্ডারও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে কোন অঞ্চলের লোকই একই স্থানে সকল হাদীস শিক্ষালাভ করতে পারতো না। এজন্য কিছু সংখ্যক সাহাবী প্রত্যন্ত অঞ্চলে গমন করে হাদীস সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেন। এমনকি প্রবীণতম সাহাবী আবূ আয়্যূব আনসারী (রা) একটিমাত্র হাদীস শোনার জন্য সুদূর মিসর সফর করে উক্‌বা ইবন 'আমির (রা)-এর নিকট গমন করেন।

banglainternet.com

হযরত আনাস (রা)-ও মাত্র একটি হাদীস শোনার জন্য দীর্ঘ এক মাসের পথ অতিক্রম করে 'আবদুল্লাহ ইবন উনায়স (রা)-এর নিকট গমন করেন। এমনিভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী সাহাবিগণের নিকট থেকে হাদীসসমূহ সংগ্রহ করার পর কয়েকজন প্রখ্যাত সাহাবী নির্দিষ্ট স্থানে হাদীসসমূহ শিক্ষা দেওয়ার মহান দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যেমন মদীনায় হযরত 'আয়েশা সিদ্দীকা (রা), হযরত 'উমর (রা) ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হাদীস শিক্ষা দিতে থাকেন। এমনিভাবে মক্কায় হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) হাদীস শিক্ষা দিতে থাকেন। অপরদিকে হযরত আবূ মূসা আল্-আশ'আরী (রা) বসরায়, আবু সাঈদ খুদরী (রা) সিরিয়ায়, 'আমর ইবন 'আস (রা) মিসরে হাদীস শিক্ষা দিতে থাকেন। আর কূফায় হযরত 'আলী (রা) ও ইবন মাসঊদ (রা) হাদীস শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। ফলে মহানবী (সা)-এর হাদীস কোন না-কোন এক কেন্দ্রে পাওয়া যেত। তবে এক বিশিষ্ট এলাকার সকল হাদীসই স্থানীয় কেন্দ্রে পাওয়া যেত। এইভাবে সংগৃহীত হাদীসগুলো পরম্পরাসূত্রে সাহাবিগণ, তাবি'ঈগণ ও তাবে'-তাবি'ঈগণ স্মৃতিপটে এবং লেখনীর মাধ্যমে সংরক্ষণ করে রাখেন।

আল-হাদীস সংকলন

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসগুলো সাহাবিগণ অত্যন্ত মনোযোগের সাথে মুখস্ত করে স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করতেন এবং অনেকেই কিছু কিছু হাদীস লিখে রাখতেন। এ ক্ষেত্রে বুখারী শরীফে বর্ণিত আবূ হুরায়রা (রা)-এর হাদীস প্রণিধানযোগ্য যে, তিনি বলেন ঃ

"আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন 'আস ব্যতীত মহানবী (সা)-এর কোন সাহাবীই আমার চেয়ে অধিক হাদীস অবগত নন। কেননা তিনি হাদীস লিখে রাখতেন, আর আমি তা লিখে রাখতাম না।"

—বুখারী

তদুপরি নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশায় ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক বহু কাজ লিখিতভাবে সম্পাদন করা ছাড়াও নানা বিষয়ে রোম, পারস্য প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে পত্র বিনিময়, ইসলামের প্রতি দাওয়াত এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে চুক্তি ও সন্ধি লিখিতভাবে সম্পাদন করা হতো। রাসূলুল্লাহ (সা) -এর আদেশে লিখিত এসব কিছুই হাদীস হিসেবে গৃহীত। এতে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সা)-এর জীবদ্দশায় বহু হাদীস লিখা হয়েছিল।

মহাগ্রন্থ আল্-কুরআন ও মহানবী (সা)-এর হাদীসের ভাষা ও বাচনভঙ্গি একই রকম সৌন্দর্যমণ্ডিত হওয়ায় উভয়ের মাঝে সংমিশ্রণের ভয়ে নবী করীম (সা) অনেক সময় হাদীস লিখতে নিষেধ করেন। তথাপি কুরআন ও হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে পারদর্শী কিছু সংখ্যক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বিশেষ অনুমতিক্রমে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন। তাঁদের মধ্যে হযরত 'আলী (রা), ইবন 'আব্বাস (রা), 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর ইবন 'আস (রা), আনাস ইবন মালিক (রা) ও ইবন 'উমর (রা)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তীকালে ইসলাম জাহানের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফতকালে মহাগ্রন্থ আল্-কুরআন পূর্ণাংগভাবে সংকলিত হওয়ায় কুরআন ও হাদীসের সংমিশ্রণের আশংকা দূরীভূত হয়। পরে সাহাবীদের যুগে 'মাওযূ' বা ভিত্তিহীন হাদীস প্রকাশ পাওয়ার দরুন হাদীস সংকলনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ সময় বহু সংখ্যক তাবিঈ সাহাবীদের নিকট থেকে হাদীস লিখে নিয়েছিলেন। যাঁদের মধ্যে বশীর ইবন নাহিক, হাম্মাদ ইবন মুনাব্বিহ, সাঈদ ইবন যুবায়র, ইমাম মালিক, হাসান বসরী (র)

banglainternet.com

প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সময় সাহাবী ও তাবিঈগণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু কিছু হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন বটে, তবে সামগ্রিকভাবে হাদীসসমূহকে একত্রে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। আর সাহাবী ও তাবিঈগণের এই ব্যক্তিগত উদ্যোগে হাদীস লিখনকে হাদীসের ইতিহাসে 'কিতাবাত' বলা হয়।

উল্লেখ্য যে, হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষলগ্নে উমাইয়া শাসনামলে খলীফা 'উমর ইবন 'আবদুল 'আযীয (র) হাদীস সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সামগ্রিকভাবে হাদীসসমূহ সংগ্রহ করার জন্য মদীনার শাসনকর্তা আবূ বকর ইবন হাযমসহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন কেন্দ্রের শাসনকর্তা ও 'আলিমগণের নিকট এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন যে,

"আপনারা মহানবী (সা)-এর হাদীসসমূহ সংগ্রহ করুন। কেননা আমার ভয় হচ্ছে যে, 'আলিমগণের মৃত্যুর সাথে সাথে হাদীসও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু সাবধান! মহানবী (সা)-এর হাদীস ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করবেন না। আর আপনারা মজলিস স্থাপন করে হাদীস শিক্ষা দিতে থাকুন। কারণ জ্ঞান গোপন করা হলে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়।" —বুখারী

এই নির্দেশ প্রদান করার পর মুসলিম বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলের 'আলিমগণ হাদীস সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করতে আরম্ভ করেন। ইমাম ইবন শিহাব যুহ্‌রী (র) এ মহৎ কাজে সর্বপ্রথম আত্মনিয়োগ করেন। এরপর ইমাম ইব্‌ন জুরায়জ (র) মক্কায়, ইমাম মালিক (র) মদীনায়, আবদুল্লাহ ইবন ওহাব (র) মিসরে, মা'মার ও 'আবদুর রায্‌যাক (র) ইয়েমেনে, সুফয়ান সওরী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ফুযাইল (র) বসরায় এবং 'আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র) খুরাসানে হাদীস সংগ্রহ করতে শুরু করেন।

এই যুগের ইমামগণ কেবলমাত্র দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় হাদীসগুলি ও স্থানীয় হাদীস শিক্ষা কেন্দ্রে প্রাপ্ত হাদীসগুলিই লিপিবদ্ধ করেন। তাঁরা বিষয়বস্তু হিসেবে হাদীসগুলিকে সন্নিবেশিত করেননি। আর এই যুগের ইমামদের হাদীস সংকলনকে হাদীসের ইতিহাসে 'তাদবীন' বলা হয়। উল্লেখ্য যে, এই যুগে লিখিত কিতাবসমূহের মধ্যে ইমাম মালিক (রা) কর্তৃক সংকলিত গ্রন্থ 'মুয়াত্তা-মালিক' খুবই প্রসিদ্ধ।

পরবর্তীকালে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে বিভিন্ন মণীষিগণ তৎপূর্বে সংকলিত হাদীস গ্রন্থসমূহের সাহায্য গ্রহণ করে মুসলিম বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে অসংখ্য হাদীস সংগ্রহ করেন এবং এ সব হাদীসকে বিষয়বস্তু অনুসারে অধ্যায়, উপ-অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করে লিপিবদ্ধ করেন। স্মর্তব্য যে, এই যুগেই হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে। আর এই যুগের হাদীস সংকলনকে হাদীসের ইতিহাসে 'তাস্‌নীফ' বলা হয়। এই যুগের সংকলকগণের মধ্যে ইমাম বুখারী (র), ইমাম মুসলিম (র), ইমাম আবূ দাউদ (র), ইমাম তিরমিযী (র), ইমাম নাসাঈ (র) ও ইমাম ইবনে মাজাহ্ (র)-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ও সর্বজন বিদিত।

হিজরী চতুর্থ শতকে মুসতাদ্‌রাক হাকিম, সুনানু দারু-কুত্‌নী, সহীহ ইব্‌ন হিব্বান, সহীহ ইব্‌ন খুযায়মা, তাবারানীর আল্-মু'জাম, মুসান্নাফুত-তাহাবী ও আরো কতিপয় হাদীসগ্রন্থ সংকলিত হয়।

ইমাম বায়হাকী (র)-এর 'সুনানুল-কুবরা' গ্রন্থটি হিজরী পঞ্চম শতকে সংকলিত হয়। এর পর থেকে এ পর্যন্ত সংকলিত হাদীসের মৌলিক গ্রন্থগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের সংকলন ও হাদীসের ভাষ্য এবং এই শাস্ত্রের শাখা-প্রশাখার উপর ব্যাপক গবেষণা ও বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়। আর বর্তমানকাল

banglainternet.com

পর্যন্ত এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এসব সংকলনের মধ্যে 'তাজ্‌রীদুস-সিহাহ ওয়াস-সুনান, আত্-তারগীব ওয়াত-তারহীব। আল-মুহাল্লা, মাসাবীহুস-সুন্নাহ্, নায়লুল-আওতার প্রভৃতি খুবই প্রসিদ্ধ।

উপমহাদেশে হাদীসের চর্চা

বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের শুরু থেকেই (৭১২ খৃ.) হাদীস চর্চা শুরু হয় এবং এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞানচর্চাও ব্যাপকতর হয়। ইসলামের প্রচার ও বাণী বাহকগণ উপমহাদেশের সর্বত্র ইসলামী জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ শরফুদ্দিন আবূ তাওয়ামা (মৃ. ৭০০ হি.) সপ্তম শতকে ঢাকার সোনারগাঁও আগমণ করেন এবং কুরআন ও হাদীস চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। বংগদেশের রাজধানী হিসেবে এখানে অনেক মুহাদ্দিস আগমণ করেন এবং ইল্‌মে হাদীসের জ্ঞান এ অঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। মুসলিম শাসনের শেষ সময় পর্যন্ত এখানে এই ধারা অব্যাহত ছিল। আর এখনও এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। দারুল উলুম দেওবন্দ, মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর, মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকা, মাদ্রাসা-ই-আলিয়া কলিকাতা, মুঈনুল ইসলাম মাদ্রাসা হাটহাজারী প্রভৃতি অসংখ্য হাদীস শিক্ষার কেন্দ্রে বর্তমানে ব্যাপকভাবে হাদীসের চর্চা ও গবেষণা চলছে। এভাবে যুগ ও বংশ পরম্পরায় মহানবী (সা)-এর হাদীস ভাণ্ডার—যা আমাদের কাছে পৌছছে, তা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহতভাবে ভবিষ্যত মানব সমাজের কাছে পৌছতে থাকবে ইন্‌শা আল্লাহ!

ইমাম ইব্‌নে মাজাহ (র) ও তাঁর সুনান গ্রন্থের পরিচয়

আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইবন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাজাহ আর রাবা'ঈ আল-কাযবীনী। তাঁর কিতাবুস-সুনান ছয়খানা সহীহ হাদীস গ্রন্থের অন্যতম। শাহ আবদুল 'আযীয মুহাদ্দিস দেহলবী (র) তাঁর 'বুস্তানুল-মুহাদ্দিসীন' গ্রন্থে এভাবেই তাঁর নামের বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু আবূ ইয়া'লা খালীলী আল-কাযবীনী বর্ণনা করেন যে, তাঁর নাম আবূ 'আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইয়াযীদ ইবন মাজাহ। কিন্তু এ বর্ণনা সঠিক নয়।

তাঁকে কেন ইবন মাজাহ বলা হয়, এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। যথা ঃ ইব্‌ন মাজাহ ছিল মুহাম্মদ-এর বিশেষণ, তাঁর দাদার নয়। তবে সাধারণত বলা হয় যে, মাজাহ ছিল তাঁর পিতার উপাধি। আল-কামূসে বর্ণিত আছে যে, মাজাহ তাঁর পিতার নয়, দাদার উপাধি ছিল। কিন্তু শাহ্ আবদুল 'আযীয (র) বর্ণনা করেন যে, এটা সঠিক নয়। তিনি তাঁর বুস্তানুল-মুহাদ্দিসীন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, মাজাহ ছিল তাঁর মাতার নাম। আবুল হাসান সিন্ধী তাঁর 'শারহুল-আরবাঈন' গ্রন্থে এবং মুরতাযা যাবিদী তাঁর 'তাজুল-'আরূস' গ্রন্থে লিখেছেন যে, মাজাহ ছিল মুহাম্মদের মাতার নাম।

ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (র) সম্ভবত পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। তিনি বনূ রবী'আ নামে পরিচিত। কারণ তাঁর পূর্বপুরুষগণ 'আরবের রবী'আ গোত্রের মিত্র ছিলেন। তাই এটা তাঁর বংশ পরিচয় নয়, বরং এটা তাঁর মিত্রতার পরিচয় বহন করে মাত্র।

ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (র) তাঁর শাগরিদ জা'ফর ইব্‌ন ইদরীসের ভাষ্যানুযায়ী ২০৯/৮২৪-২৫ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০শে রমযান, ২৭৩ হিজরী/১৮ই ফেব্রুয়ারী ৮৮৭ খৃষ্টাব্দে কাযবীন নামক স্থানে 'আব্বাসী খলীফা আল-মু'তামিদ 'আলাল্লাহ্-এর খিলাফতকালে ইন্‌তিকাল করেন। ইমাম নাসাঈ ব্যতীত সিহাহ্-সিত্তার সকল মুহাদ্দিসই এই খলীফার আমলে ইন্‌তিকাল করেন।

banglainternet.com

ইমাম ইবন মাজাহ (র)-এর বাল্যকাল ছিল ইসলামী দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির যুগ। বিশিষ্ট বিদ্যানুরাগী খলীফা মামুনুর রশীদ সে সময় খলীফার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর হতেই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লামের হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের জন্য আরব, ইরাক, সিরিয়া, হিজাজ ও খুরাসান প্রভৃতি দেশ সফর করেন। 'ইল্‌ম হাসিল করার উদ্দেশ্যে তাঁর এই সফর ২৩০ হিজরী/৮৪৪ খৃষ্টাব্দের পর থেকে শুরু হয়। সে সময় বিভিন্ন স্থানে 'ইস্‌নাদ' বা হাদীস বর্ণনাকারীদের সূত্র ও 'রিওয়ায়াত' বা বর্ণনার বিষয়বস্তু সম্পর্কিত আলোচনার ব্যবস্থা করা হয় এবং হাদীসের অধ্যয়ণ ও অধ্যাপনার কাজ পুরাদমে চালু ছিল। সে সময় খলীফা ছিলেন 'ওয়াসিক বিল্লাহ' বিদ্যোৎসাহের জন্য তাঁকে ছোট মা'মুন বলা হতো।

ইমাম ইবনে মাজাহ (র)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হলো 'আস-সুনান। এই গ্রন্থে মোট ৪৩৪১টি হাদীস রয়েছে। এ গ্রন্থে বর্ণিত ৩০০২টি হাদীস সিহাহ-সিত্তার অন্য পাঁচখানা কিতাবেও স্থান পেয়েছে এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (র) ১৩৩৯টি হাদীস অতিরিক্ত সংগ্রহ করেছেন। সাধারণত ইবনে মাজাহ (র)-এর 'সুনান' গ্রন্থটি 'সিহাহ-সিত্তার' অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য। বলা হয় যে, আবুল ফযল মুহাম্মদ ইব্‌ন তাহির (মৃ. ৫০৭/১১১৩) এই কিতাবকে সর্বপ্রথম সিহাহ-সিত্তার মধ্যে গণ্য করেন। পরবর্তী 'আলিমদের মধ্যে জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃ. ৯১১/১৫০৫), 'আবদুল গনী নাবলুসী (মৃ. ১১৪৩/১৭৩০), 'আবদুল গনী মুজাদ্দিদী (মৃ. ১২৯৫/১৮৭৮) এবং হাদীস বিশারদগণ ও মুহাদ্দিসগণের অধিকাংশ জীবনী লেখক একে 'সিহাহ-সিত্তার' অন্তর্ভুক্ত করেন। পরবর্তীকালের সাধারণ হাদীস বিশেষজ্ঞদের অভিমতও তাই।

কিন্তু ইবন সাকান (মৃ. ৩৫৩/৯৬৪), ইব্‌ন মান্‌দা (মৃ. ৩৯৫/১০০৪), আবূ তাহির (মৃ. ৫৭৬/১১৮০) প্রমুখ আলিমগণ একে 'সিহাহ-সিত্তার' অন্তর্ভুক্ত করেন না। তাঁরা সুনানু ইব্‌ন মাজাহর স্থলে ইমাম মালিক (মৃ. ১৭৯/৭৯৫)-এর মুয়াত্তাকে সিহাহ্-সিত্তার অংশ হিসেবে মনে করেন।

'আবদুল গনী নাবলুসী (র) বর্ণনা করেন যে, ছয়খানি প্রামাণ্য হাদীস গ্রন্থের মধ্যে ষষ্ঠখানা সিহাহভুক্ত হওয়া সম্পর্কে মতভেদ আছে। পূর্বাঞ্চলীয় 'আলিমগণের মতে ষষ্ঠখানা হলো আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন মাজাহ কাযবিনী সংকলিত 'কিতাবুস-সুনান' এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় 'আলিমগণের মতে ইমাম মালিক ইবন আনাস আসবাহী (রা) রচিত 'মুয়াত্তা'। যেমন ইব্‌ন তাহিরের সমকালীন মুহাদ্দিস 'রাযীন' (মৃ. ৫২৫/১১৩০) তাঁর সংকলনগ্রন্থ 'আত-তাজ্‌রীদুস- সিহাহ্ ওয়াস-সুনান গ্রন্থে পাঁচখানা গ্রন্থের সাথে ইব্‌ন মাজাহর পরিবর্তে 'মুয়াত্তা' ইমাম মালিক (রা)-কে অন্তর্ভুক্ত করেন। ইব্‌ন আসীর (মৃ. ৬০৬/১২০৯) স্বীয় গ্রন্থ 'জামিউল-উসূলে' ইমাম রাযীনের অভিমতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আবূ জাফর ইব্‌ন যুবায়র (র)-ও এই মত পোষণ করেন।

উল্লেখ্য যে, যাঁরা সুনানু ইব্‌ন মাজাহ্-কে প্রামাণ্য ছয়খানা গ্রন্থের মধ্যে শামিল করেন না, তাঁদের মতে এই সুনানের কোন কোন হাদীস 'যঈফ' বা দুর্বল এবং 'মুনকার' বা পরিত্যক্ত। এমনকি সুনানু ইব্‌ন মাজাহ-তে জাল বা মাউযূ হাদীস আছে বলেও কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন। শাহ্ আবদুল 'আযীয মুহাদ্দিস দেহলবী (র) তাঁর 'বুস্তানুল-মুহাদ্দিসীন' কিতাবে আবূ যুরআ' আর-রাযী (মৃ. ২৬৪/৮৭৭)-এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেন যে, সুনানু ইব্‌ন মাজাহর 'যঈফ' ও মুনকার' হাদীসের সংখ্যা বিশের কিছু কম এবং দশের কিছু বেশি।

পক্ষান্তরে, কতিপয় 'আলিম আবার সুনানু ইবনে মাজাহ্-কে 'মুয়াত্তার' উপর মর্যাদা দিয়েছেন। কারণ এ গ্রন্থে অপর পাঁচটি হাদীস গ্রন্থ অপেক্ষা অনেক বেশি হাদীস আছে—যা 'মুয়াত্তায়' নেই।

banglainternet.com

অন্যথায় হাদীসের বিশুদ্ধতা ও প্রমাণিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে 'মুয়াত্তার' স্থান সর্বসম্মতিক্রমে সুনানু ইব্ন মাজাহর উর্ধ্বে।

সালাহ্উদ্দীন খলীল আলা'ঈ (মৃ. ৭৬১/১৩৫৯)-এর মতে 'সিহাহ-সিত্তার ষষ্ঠ কিতাব হিসাবে 'ইব্ন মাজাহর পরিবর্তে 'সুনানু-দারিমী'-কে গণ্য করা উচিত। ইমাম সুয়ূতী (র) বলেন ঃ 'আল্লামা ইবন হাজার আস্কালানী (র)-ও এই মত পোষণ করেন। কিন্তু তাঁর কার্যকলাপ ও হাবভাবে এর সমর্থন পাওয়া যায় না। যেমন তিনি তাঁর 'বুলূগুল-মারাম' গ্রন্থে সিহাহ সিত্তার অন্যান্য কিতাব থেকে হাদীস চয়ণ করেছেন, কিন্তু তিনি একটিমাত্র স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও দারিমীর নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেননি। মোট কথা সালাহ্উদ্দীন খলীল আলা'ঈ-এর মতামত গ্রহণযোগ্য নয়।

সুনানু ইবনে মাজাহতে সন্নিবেশিত হাদীসসমূহের প্রসিদ্ধ রাবী বা বর্ণনাকারিগণ হচ্ছেন ঃ আবুল হাসান ইবন ফাত্তান, সুলায়মান ইব্ন ইয়াযীদ, আবূ জাফর মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা, আবূ বকর হামিদ আল-বাহরী সা'দুন এবং ইব্রাহীম ইবন দীনার (র)।

সুনানু ইবনে মাজাহর মূল পাঠ বহুবার মুদ্রিত হয়েছে। যেমন ঃ দিল্লীতে-১২৩৩, ১২৭৩, ১২৮২ এবং ১৩০৭ হিজরী; লাহোরে ১৩১১ হিজরী ; কায়রোতে-১৩১৩ হিজরী এবং করাচীতে ১৩৭২ হিজরী, সুয়ূতীর ভাষ্যসহ। 'আবদুল গনী মুজাদ্দিদী এবং ফখরুল হাসান গাঙ্গুহী লিখিত ব্যাখ্যাসমূহ, যা মুহাম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকী কর্তৃক মুদ্রিত (কায়রো ১৯৫২-৫৪ খৃ.), সর্বপেক্ষা উত্তম বলে অনুমিত হয়।

সুনানু ইবনে মাজাহর বহু ভাষ্যও রচিত হয়েছে। ভাষ্যকারগণের নাম হলো ঃ

১. 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইবন নি'মত আল-আন্দালুসী (মৃ.৫৬৭/১১৭১) ;

২. ইব্ন আহমদ আল-ইরাকী আল-মিসরী (মৃ. ৭১১/১১৭১);

৩. 'আলাউদ্দীন মুগালতা'ঈ (মৃ. ৭৬২/১৩৫০), কিন্তু এ পাণ্ডুলিপিটি অসমাপ্ত। এর হস্তলিখিত প্রতিলিপি ভারতের 'টংক' নামক স্থানে বিদ্যমান আছে;

৪. ইব্ন রাজাব যুবায়রী ;

৫. ইবন মুলাক্কিন (মৃ. ৮০৪/১৪০১), "বিমা তামাস্সু ইলায়হিল হাযা 'আলা সুনানু ইবনে মাজাহ—নামক কিতাবে কেবল ঐ সমস্ত হাদীসের ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যা অপর পাঁচখানা সহীহ্ হাদীস গ্রন্থে নেই ;

৬. দামীরী (মৃ. ৮০৮/১৪০৫), 'আদ-দীবাজা ফী-শারহ সুনানু ইবনে মাজাহ (কিতাবটি পাঁচ খন্ডে লিখিত কিন্তু অসমাপ্ত) ;

৭. সিব্ত ইব্ন 'আজমী (মৃ. ৮৪১/১৪৩৭);

৮. সুয়ূতী (মৃ. ৯১১/১৫০৫), "মিসবাহুয্-যুজাজা, দিল্লী ১২৮২ হি. রচিত তাল্খীস বা সার সংকলন 'নূরুল মিসবাহ' কায়রোতে ১২৯৯ হি. মুদ্রিত;

৯. আবুল হাসান সিন্ধী (মৃ. ১১৩৮/১৭২৫);

১০. আবদুল গনী আল-মুজাদ্দিদী (মৃ. ১২৯৫/১৪৭৮), 'ইন্জাহুল হাজা', দিল্লী ১২৮২ হিজরী;

banglainternet.com

১১. ফখরুল হাসান গাঙ্গুহী, যিনি সুনানু ইব্নে মাজাহর কঠিন শব্দসমূহের 'আভিধানিক অর্থ বিশ্লেষণের প্রতি বিশেষ জোর দেন, দিল্লী-১২৮৯ হিজরী ;

১২. মুহাম্মাদ 'আলাবী, 'মিফতাহুল হাজা', মুদ্রণে সুবহুল মাতাবি', লাখনৌ ;

১৩. ওহীদুয-যামান, 'রাফউল-উজাজা', কায়রো ১৩১৩ হিজরী, (তাঁরই রচিত উর্দূ তরজমা, লাহোর ১৯১০ খৃ.);

১৪. মুহাম্মাদ হায্রাবী, 'মিফ্তাহুল-হাজা', লাখনৌ, ১৩১৫ হিজরী এবং

১৫. ফুয়াদ 'আবদুল বাকী-এর শারহ্ 'মিফতাহুস-সুনান।

আহমদ ইবন মুহাম্মদ আবুল আব্বাস আল-বুসীরী (মৃ. ৮৪০ হি. মতান্তরে ৮৭০/১৪৩৬) ও ইবন হাজার আল-হায়সামী (র) (মৃ. ৯৭৪ হি. মতান্তরে ৮০৭/১৪০৫), 'যাওয়াইদ সুনান ইবন মাজাহ আলা কুতুবিল-হুফ্ফাজিল-খাম্সা' নামে পৃথক পৃথক কিতাব সংকলন করেন। অন্যান্য আলিমগণ—বিশেষ করে কায্বীনের অধিবাসী কাযী খলীল (মৃ. ৪৪৬/১০৫৪-৫৫), ইমাম ইবনে মাজাহ্ (র)-কে অত্যন্ত উঁচু মর্যাদা দান করেন। আস্তে আস্তে তাঁর খ্যাতি বৃদ্ধি পায় এবং সুনানকে আল-কায়সারানী (মৃ. ৫০৭/১১১৩) কর্তৃক সিহাহ-সিত্তার মধ্যে শামিল করা হয়।

হাফিজ ইবন আসাকির (মৃ. ৫৭১/১১৭৫) এবং হাফিজ মিয্যী (মৃ. ৭৪১/১৩৪০) এই সুনানের হাদীস বর্ণনাকারিগণের নাম এবং এতে সন্নিবেশিত অতিরিক্ত রিওয়ায়াতসমূহ একত্র করেছেন। হাফিজ যাহাবী (মৃ. ৭৪৮/১৩৪৭) 'আল-মুজাররাদ ফী আসমাই রিজাল ইব্ন মাজাহ্ কুল্লিহিম সিওয়া মান উখ্রিজা লাহু মিন্হুম ফী আহাদীসিস্-সাহীহায়ন' নামে একখানা স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেছেন। যার মধ্যে ইব্নে মাজাহর ঐ সকল রাবীর নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে, যাঁদের কোন হাদীস সহীহায়ন-এ নেই। এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দামেশকের 'কুতুবখানা-ই তাহিরিয়াতে' বিদ্যমান আছে। সুনানু ইব্নে মাজাহ্ এবং এর বিস্তারিত ভাষ্যসমূহ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কিতাবসমূহের পাণ্ডুলিপি যে সমস্ত স্থানে রক্ষিত আছে, ঐতিহাসিক Brockelmann তা তাঁর লিখিত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

সুনানু ইবনে মাজাহতে সালাসিয়্যাত [অর্থাৎ যে সমস্ত বর্ণনার সনদে নবী করীম (সা) এবং ইমাম ইব্ন মাজাহর মধ্যবর্তী তিনজন বর্ণনাকারী আছেন]-এর সংখ্যা পাঁচ। সুনানু আবূ দাউদ এবং জামি' তিরমিযী-তে এর সংখ্যা এক এবং সহীহ্ মুসলিম ও সুনানু নাসাঈ-তে একজনও নেই।

ইমাম ইব্নে মাজাহ (র) একখানি বৃহৎ তাফসীরও রচনা করেন যাতে কুরআনের তাফসীর প্রসংগে হাদীস ও আসারসমূহ (সাহাবীগণের বাণী) ইস্নাদ বা সূত্র পরম্পরাসহ সংযোজন করা হয়েছে। জামালউদ্দীন মিয্যী (ইব্ন মাজাহর সুনান ব্যতীত), তাঁর রচিত 'তাহযীবুল-কামাল গ্রন্থে এই তাফসীরের সনদ বর্ণনাকারিগণের জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন। ইবন কাসীর ও সুয়ূতী (র) এই তাফ্সীরের কথা তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম ইব্নে মাজাহ (র)-এর তৃতীয় রচনা 'আত্-তারীখ'। এ গ্রন্থটি সাহাবা-ই কিরামের সময় থেকে লেখকের সময়কাল পর্যন্ত একটি ইতিহাস। ইব্ন তাহির মাক্দিসী (মৃ. ৫০৭/১১১৩) কায্বীনে এর পাণ্ডুলিপি দেখেন। ইব্ন খাল্লিকান এ গ্রন্থকে 'তারীখে মালীহ' নামে বর্ণনা করেছেন এবং ইব্ন

banglainternet.com

কাসীর (র) বলেছেন ঃ ইমাম ইব্ন মাজাহর 'তারীখ' ও 'তাফসীর' দুই-ই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে হাজী খালীফা তাঁর 'কাশফুজ-জুনূন গ্রন্থে ইব্ন মাজাহ প্রণীত কিতাবসমূহের মধ্যে 'তারীখ-কায্বীনের ' নামও উল্লেখ করেছেন। মনে হয় এটি কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ নয়, বরং এটি তাঁর রচিত 'আত্-তারীখ' গ্রন্থের একটি অংশমাত্র।

ইমাম ইব্ন মাজাহ (র)-এর উস্তাদগণের মধ্যে যাঁদের নাম পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন ঃ আবূ মাস'আব আহমদ ইব্ন আবূ বকর যুহরী, আবূ ইসহাক ইব্রাহীম ইব্ন মুন্যির খাযামী, বকর ইব্ন 'আবদুল ওহাব, আবূ মুহাম্মদ হাসান ইব্ন-'আলী আল-খাল্লাল হাল্ওয়ানী, আবূ আবদুর রহমান সালামা ইব্ন শাবীব নিশাপুরী, মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া 'আদাকী, হুসায়ন ইব্ন হাসান সালমা, মুহাম্মদ ইব্ন মায়মূন আল-খায়্যাত, মিহরায ইব্ন সালাম 'আদানী, ইয়াযীদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইয়ামামী, 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবূ শায়বা, আবদুল্লাহ আশাজ্জ, মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ হামাদানী, আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা, হান্নাদ ইব্ন সারী, ওলীদ ইব্ন শুজা' সুকুনী, ইসমাঈল ইব্ন মূসা ফাযারী, 'আলী ইব্ন মুনযির আযদী, 'আবদুল্লাহ ইব্ন আমির হাযরামী, হাসান ইব্ন মুদ্রিক আত্-তিহান মাদূসী, যায়দ ইবন আখ্যাম তাঈ', 'আব্বাস 'আম্বারী, 'আব্বাস ইব্ন ইয়াযীদ হিজরানী, 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইসহাক আল-বিদা' জাওহারী, 'আকাবা ইব্ন মুকাররম, 'আমর ইব্ন 'আলী আল্-ফাল্লাস, মুহাম্মদ ইব্ন বাশশার, মুহাম্মদ ইবন মুসান্না, মুহাম্মদ ইবন 'আমর বাহ্রানী, নসর ইব্ন 'আলী হাযামী, আহমদ ইবন 'আবদা যাব্বী, বিশ্র ইবন হিলাল সাওফ, মুহাম্মদ ইব্ন খাল্লাদ বাহিলী, আহমদ ইব্ন ইব্রাহীম দাওাকী, ইব্রাহীম ইব্ন সাঈদ জাওহারী, রিজা ইব্ন মারজা গিফারী, যুহায়র ইব্ন হারব নিসাঈ, আবূ কিলাবা আবদুল মালিক ওক্কাশী, নযর ইব্ন ইয়াকূব রিখামী, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক সাগানী, আবূল আহ্ওয়াস মুহাম্মদ ইব্ন হায়সাম, আহমদ ইব্ন সিনান ওয়াস্তী, ইসহাক ইব্ন ওহাব আল-'আল্লাফ, আয়্যুব ইব্ন হাস্সান আল-দাক্কাক, হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ, সালিহ্ ইব্ন হায়সাম আল-সাব্রানী ও আম্মার ইব্ন খালিদ (র) প্রমুখ।

ইমাম ইব্ন মাজাহ (র)-এর শাগরিদদের নামের তালিকাও অনেক দীর্ঘ। হাফিজ জামালুদ্দীন মিযযী তাঁর 'তাহযীবুল-কামাল' গ্রন্থে এবং ইব্ন হাজার আস্কালানী (র) তাঁর তাহ্যীবুত-তাহ্যীব গ্রন্থে যাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁরা হলেন ঃ 'আলী ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ আস্কারী, ইব্রাহীম ইব্ন দীনার জারশী হাম্দানী, আহমদ ইব্ন ইব্রাহীম কায্বিনী, আবূ তৈয়্যব আহমদ ইব্ন রূহ্ শি'রানী, ইসহাক ইব্ন মুহাম্মদ কায্বিনী জাফর ইব্ন ইদরীস, হুসায়ন ইবন 'আলী ইব্ন বারানিয়াদ, সুলায়মান ইব্ন ইয়াযীদ কায্বিনী, মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা সাফ্ফার, আবুল হাসান 'আলী ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন সালামা 'কায্বিনী। আবূ'আমর ওয়াহিদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাকীম মাদানী ইস্পাহানী। এছাড়া ইমাম ইব্ন মাজাহ (র)-এর আরো অনেক ছাত্র ছিলেন। যাঁদের নাম উল্লেখ করা সম্ভব হলো না।

ইমাম ইব্নে মাজাহ (র)-এর গভীর পাণ্ডিত্যের কথা তাঁর জীবনীকারগণ অকপটে স্বীকার করেছেন। এ সম্পর্কে আবূ ইয়া'লা খলীলী বলেনঃ

"ইব্নে মাজাহ (র) খুবই নির্ভরশীল, মুত্তাফিক আলায়হি, দলীল পেশ করার ক্ষেত্রে তিনি হাদীস বর্ণনা ও হাদীস সংরক্ষণে পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলেন।"

banglainternet.com

হাফিজ ইব্‌ন জাওযী (রহ) তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ

"ইমাম ইবনে মাজাহ (র) অনেক শায়খ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি সুনান, তারীখ ও তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেন এবং এসব ব্যাপারে খুবই দক্ষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন।"

আল্লামা যাহাবী (র) তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ

"নিশ্চয়ই ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (র) হাদীসের হাফিজ, সত্যবাদী ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।'

ঐতিহাসিক ইব্‌ন খাল্লিকান তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ

"ইমাম ইব্‌নে মাজাহ (রহ.) হাদীসের ইমাম ছিলেন এবং এ সম্পর্কিত সব ধরনের জ্ঞানে তিনি পারদর্শী ছিলেন।"

ইমাম ইব্‌নে মাজাহ (র) কোন্ মত ও পথের অনুসারী ছিলেন, তা নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) বলেন ঃ তিনি ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)-এর মায্‌হাবের অনুসারী ছিলেন।"

'আল্লামা আনোয়ারশাহ কাশ্মিরী (র) বলেন ঃ

"সম্ভবত ইমাম ইবনে মাজাহ (র) শাফি'ঈ মায্‌হাবের অনুসারী ছিলেন।"

"আল্লামা তাহির জাযায়েরী (র) বলেন ঃ

"ইমাম ইবনে মাজাহ (র) 'উলামায়ে মুজতাহিদীনের মধ্যে কারো অন্ধ অনুসরণ ও অনুকরণ করতেন না, বরং তিনি হাদীসের ইমাম, যথা ঃ ইমাম শাফি'ঈ, আহমদ, ইসহাক এবং আবূ 'উবায়দ (র)-এর মতের অনুসারী ছিলেন।' অর্থাৎ তিনি আহ্‌লে ইরাকের মায্‌হাবের মুকাবিলায় আহ্‌লে হিজাজের মতের অধিক অনুসারী ছিলেন। তাঁর কিতাব পাঠের পর এর বাস্তবতা উপলব্ধি করা যায়।

ইমাম ইবনে মাজাহ (র) লক্ষ লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে তাঁর এ সুনানে গ্রন্থে ৪৩৪১টি হাদীস সংকলন করেন। তিনি এ গ্রন্থকে বত্রিশটি অধ্যায় ও পনের শ' অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত করেন।

প্রফেসর ডক্টর আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক
চেয়ারম্যান
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

তারিখ ঃ ঢাকা, ১৩/৯/৯৯ইং

banglainternet.com